Sanatan Dharma

হনুমানের ধ্যান ও প্রনাম মন্ত্রঃ

শ্রী রাম ভক্ত হনুমানের ধ্যান ও প্রনাম মন্ত্রঃ

হনুমানের ধ্যানঃ

ওঁ মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোররাবং সমুৎসৃজন্। লাক্ষারসারুণং রৌদ্রং কালান্তকযমোপমম্।। জলদগ্নিলসন্নেত্রং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্।। অঙ্গদাদ্যৈর্মহাবীরৈর্বেষ্টিতং রুদ্ররূপিণম্।।

হনুমান গায়ত্রী মন্ত্রঃ

ওঁ অঞ্জনী যযা বিদ্মহে পবন পুত্রায় ধীমহি তন্ন হনুমান প্রচোদয়াৎ।।

ওঁ বায়ু পুত্রায় বিদ্মহে পতী রাজায় ধীমহি অঞ্জনী পুত্রায় চিরঞ্জীবে তন্ন হনুমান প্রচোদয়াৎ।।ওঁ হং হনূমতে রুদ্রাত্মকায় হুং ফট।

প্রনাম মন্ত্রঃ
অতুলিতবলধামং হেমশৈলাভদেহং
দনুজবনকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্।
সকলগুননিধানং বানরাণামধীশং
রঘুপতিপ্রিয়ভক্তং বাতজাতং নমামি।

অনুবাদঃ অতুলিত শক্তির ভান্ডার, স্বর্ণ গিরি সুমেরু পর্বতের মত কাঞ্চন কান্তিযুক্ত দেহধারী, রাক্ষসরূপী অরণ্যকে ভস্মীভূত করতে অগ্নির মত তেজস্বী, জ্ঞানীগণের মধ্যে অগ্রগণ্য, সকল গুণের আধার, বানর কুলের অধীশ্বর, শ্রীরামের প্রিয় ভক্ত পবনপুত্রকে আমি প্রণাম করি।

হনুমানের ধ্যান:

ওঁ মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোররাবং সমুৎসৃজন্। লাক্ষারসারুণং রৌদ্রং কালান্তকযমোপমম্।। জলদগ্নিলসন্নেত্রং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্।। অঙ্গদাদ্যৈর্মহাবীরৈর্বেষ্টিতং রুদ্ররূপিণম্।।

প্রনাম মন্ত্র :
অতুলিতবলধামং হেমশৈলাভদেহং
দনুজবনকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্।
সকলগুননিধানং বানরাণামধীশং
রঘুপতিপ্রিয়ভক্তং বাতজাতং নমামি।

অতুলিত শক্তির ভান্ডার, স্বর্ণ গিরি সুমেরু পর্বতের মত কাঞ্চন কান্তিযুক্ত দেহধারী, রাক্ষসরূপী অরণ্যকে ভস্মীভূত করতে অগ্নির মত তেজস্বী, জ্ঞানীগণের মধ্যে অগ্রগণ্য, সকল গুণের আধার, বানর কুলের অধীশ্বর, শ্রীরামের প্রিয় ভক্ত পবনপুত্রকে আমি প্রণাম করি।

হনুমানজির ভক্তের সংখ্যা অগণিত। অনেকেই দিন শুরু করেন তাঁর মন্ত্র দিয়েই। তাঁর দর্শনের জন্য কত পথই না পাড়ি দেয় ভক্তেরা। কিন্তু জানেন কি হনুমানজির

Published on: Jan, 14 2023 12:04

১২টি নাম স্মরণ করলে ভালো কিছু সন্ধান পেতে পারেন আপনি? মনে করা হয়. বজরঙ্গবলীর ১২টি নাম স্মরণ করলে সাংসারিক শান্তি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে পারে সেই ব্যক্তিটি নিচে রইল সেই ১২টি নাম। যথাঃ

১।ওম হনুমান নমঃ।
২।ওম অঞ্জনী সূত নমঃ।
৩।ওম বায়ু পুত্র নমঃ-রামদূত
৪।ওম মহাবল নমঃ।
৫।ওম রামেষ্ঠ নমঃ।
৬।ওম ফাল্গুণ সখা নমঃ।
৭।ওম পঙ্গাক্ষ নমঃ।
৮।ওম অমিত বিক্রম নমঃ।
৯।ওম উদধিক্রমণ নমঃ।
১০।ওম সীতা শোক বিনাশন নমঃ।
১১।ওম লক্ষ্মণ প্রাণ দাতা নমঃ।
১২।ওম দশগ্রীব দর্পহা নমঃ।

সকালে উঠেই এই ১২টি স্মরণ করলে নাকি দীর্ঘায়ু হওয়া যায়। দুপুরে স্মরণ করলে ধন সম্পত্তি লাভ হতে পারে। সন্ধেবেলা এই ১২টি নাম জপ করলে সংসার সুখের হতে পারে। রাতে যদি স্মরণ করা যায়. তাহলে শত্রুকে পরাজিত করা যায়. বলে মনে করা হয়।

হনূমান চাল্লিশাঃ
জয় হনূমান জ্ঞান গুণ সাগর।
জয় কপিশ ত্রিলোক উজাগর।
রাম দূত তুমি অতি বলশালী।
অঞ্জনী পুত্র পবন সূত মহাবলী।
মহাবীর যে নাম তব তুমি বজরঙ্গী।
কুমতি নিবার প্রভু, সুমতির সঙ্গী।
কাঞ্চন বরণ তব, বেশ সুবেশা।
কানেতে কুন্তল, কুঞ্চিত কেশা।
হাতে তে বজ্র আর ধ্বজা বিরাজে।
কাঁধেতে মুঞ্জ, উপবীত সাজে।
শঙ্করাংশে জন্ম তব, হে কেশরী নন্দন।
তেজ প্রতাপ তব মহা জগ বন্দন।
বিদ্যাবান তুমি, তুমি অতি চতুর।
রাম কাজ করিবারে, আতুর।
প্রভু চরিত্র শুনিবার রাখ অভিলাষা।
রাম-লখন আর সীতায় দাও ভালবাসা।
সুক্ষ্মরূপ ধরি, অসুর সংহার।
শ্রী রঘুনাথ সকল কাজ সার।
আনি সঞ্জীবনী, সৌমিত্রে বাচাইলে।
রাঘবরে মনে তুমি, হরষ আনলি।
তব কাজে রঘুনাথ মুগ্ধ হইলো।
ভরত ভ্রাতা সম, আলঙ্গন দিলি।

Published on: Jan, 14 2023 12:04

স্বনকাদি ব্রহ্মাদি, ঋষি মুনি যত।
তব গুন গাহে, নারদ সহিত।
যম কুবের, দিকপাল যেখানে।
কবি কোবিদ তারে, কহিনা কেমনে।
সুগ্রীব উপকার, ততুমি যে করিলে।
রামে মিলায়ে তারে, রাজপদ দিলে।
তোমারি মন্ত্র যবে, বিভীষন মানিল।
লঙ্কেশ হইল সে, সারা বিশ্ব জানিল।
সহস্র যোজন দূরে, থাকে যে ভানু।
ধাইলে লইতে তাহা, তুমি বীর হনু।
প্রভুমুদ্রিকা, রাখি মুখ মাঝে।
জলধি লঙ্ঘিলে, রঘুনাথ কাজে।
দুর্গম কাজ যত, জগতে আছে।
সুগম যে হয় তাহা তোমারি কাছে।
তুমি যে দ্বারী, রাম দুয়ারে।
আজ্ঞা বিনা কহে, প্রবেশিতে নারে।
তোমারি স্মরণে যে, সব সুখ পা-ই।
রক্ষক হ'লে তুমি, কোন ভয় না-হি।
মহাতেজ তেজবনিকর জবে আপনারে।
ত্রিলোক যে কাঁপে, তব বিকট হুঙ্কারে।
ভূত পিশাচ, নিকট নাহি আসে।
তব নাম লয় যে, থাক তার পাশে।
নাশ করহ সব রোগ, হরহ সব পীড়া।
যে জন নিরত জপে, হনুমান বলবীরা।
সব সঙ্কট কর মোচন, তুমি বীর হনুমান।
মন ক্রম বচনে, ধরে যে ধ্যান।
সর্বোপরি রাম রাজার যে তপস্বী রূপ।
তাহার সকল কাজ কর তুমি অনুপ।
যে কোন মনোরথ, যে জন করিবে।
তোমারি কৃপায় সে, অমিত ফল পাবে।
চারি যুগ তব, প্রতাপ-বাখানি।
জগতে খ্যাত তুমি, তাহা যে জানি।
সাধু সন্তেরে, তুমি রক্ষা কারি।
অসুর নিকন্দন, তুমি দুঃখ হারি।
অষ্ট-সিদ্ধি আর, নয়-নিধির দাতা।
আশীষ-করিলা তোমা, জানকী মাতা।
রাম রসায়ন, তোমারি পাশে।
রুঘুপতি সম মনে, রেখো এ দাসে।
তোমারি ভজন গাহি, রাম পদ লভি।
জনম জনম ভুলি, দুঃখ যে সবই।
অন্তিম কালে স্থান, দিও রঘুবর পুরে।
রাম নাম সেথা যেন, পাই জপিবারে।
রাম নাম জপে যে, সে বড় চতুর

সঙ্কট মোচন হয়, হয় শোক সব দূর।
শোক তাপ মোচন করে, হরে সব পীড়া।
যে জন স্মরণ করে, হনুমান বল বীরা।
জয়-জয়-জয়, হনুমান জ্ঞান গোঁসাঈ ।
কৃপা করহ দেবে, ভাঁতি গুরু ভাই।
যে জন নিত্য পাঠ করে, হনুমান চালিশা।
মহাসুখ পায় হে, নাম রটে চহু দিশা।
জয় হনুমান, জয়-জয় মহাবীর।
"তারায়" তারাও প্রভু, এ ভব সাগর।

Published on: Jan, 14 2023 12:04